সংবাদ

তারিখ ..29 JUL 2015...
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতাও চাইছেন ডিসিরা

রাকিব উদ্দিন ও মাহমুদ আকাশ

বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দাবি করেছেন ডিসিরা (ডেপুটি কমিশনার)। তারা শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধের দাবি জানিয়ে অভিযোগ করেন, বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর বলে দেন গ্রামাঞ্চলের শিক্ষকরা।

ডিসি সম্মেলনের প্রথম দিনের প্রথম কার্য-অধিবেশনে 'শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কীয় আলোচনায়' মন্ত্রী ও সচিবদের কাছে এই দাবি ও অভিযোগ করেন ডিসিরা।

এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের পর মুক্ত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং একই দিনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ডিসিরা নালিশ করেন পুলিশ সুপার, সহকারী পুলিশ সুপার এমনকি অনেক ক্ষেত্রে থানা পুলিশও তাদের নির্দেশনা প্রতিপালন করে না। এতে জেলার আইনশৃঙ্খলা কার্যক্রম ও ভ্রাম্যমাণ আদালত, পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হয়। পুলিশ ও ডিসির মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও বেশি উন্নতি হবে বলেও ডিসিরা অভিমত দিয়েছেন।

এছাড়াও মুক্ত আলোচনায় বেশিরভাগ ডিসিই প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করে বক্তব্য দিয়েছেন বলে একাধিক ডিসি জানিয়েছেন।

সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সবকটি অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলন শেষ হবে আগামীকাল।

শিক্ষক নিয়োগে সম্পৃক্ততা দাবি ডিসিদের : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ডিসিরা শিক্ষক নিয়োগে নিজেদের সম্পৃক্ততা দাবি করে বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপের কারণে যোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না। মুক্ত আলোচনায় গোপালগঞ্জের ডিসি খলিলুর রহমান শিক্ষক

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিক্ষক : নিয়োগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে বলেন, মেধাবী লোকরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পেলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হবে না।

রাজশাহীর ডিসি মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'ডিসিদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নিয়োগ হলে নিয়োগ বাণিজ্য ও অনিয়ম বন্ধ হবে।'

পঞ্চগড়ের ডিসি মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ছিটমহলগুলোতে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন।

বরিশালের ডিসি গাজী মো. সাইফুজ্জামান বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির বয়স কমানোর দাবি জানিয়ে বলেন, 'বর্তমানে ভর্তির বয়স ৬ বছর। এতে এসএসসি পাস করলে একজন ছাত্রের বয়স ১৬ হয়ে যায়। অথচ শিক্ষা বোর্ড বলছে, ১৪ বছরেই একজন ছাত্র এসএসসি পাস করে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ডিসিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, 'স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ কর্মকমিশনের (পিএসসি) আদলে একটি শিক্ষক কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষক নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ডিসিদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান মন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ডিসিরা। আমি সে বিষয়ে বলেছি পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের চিন্তা করা হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষক পেশায়ও কিছু দুর্নীতিবাজ, অসৎ শিক্ষক রয়েছেন যারা ছাত্রছাত্রীদের এমসিকিউ প্রশ্নপত্র দেখে জানিয়ে দেন। তারা রেহাই পাবেন না। এ বিষয়ে ডিসিদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, শিক্ষা কার্যক্রমে ডিসিদের তদারকি করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানান নুরুল ইসলাম নাহিদ।

জেলা পর্যায়ে আয়কর দাতার সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ :

জেলা পর্যায়ে আয়কর দাতার সংখ্যা এবং আদায় বাড়াতে ডিসিদের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

তিনি ডিসি সম্মেলনের প্রথম দিনে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আলোচনায় এই নির্দেশনা দেন। বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী এই নির্দেশ দেয়ার কথা সাংবাদিকদের জানান। বৈঠকে ডিসিরা করদাতার সংখ্যা বাড়াতে সরকারকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান মন্ত্রী।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ছাড়াও পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর অর্থ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, অর্থ সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিবসহ দুই মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রীদের কাছে ডিসিরা অভিযোগ করেছেন, 'জেলা পর্যায়ের রাজস্ব, মূসক ও আয়কর কর্মকর্তারা তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকেন। কোন মিটিংয়ে এসব কর্মকর্তা উপস্থিত হন না। কাস্টমস অফিসের কর্মকর্তারা ডিসিদের সঙ্গে সমন্বয় রাখেন না।'

এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'আপনারা আগামীতে ১০ হাজার করে আয়কর দাতা চিহ্নিত করে দিলেও দেশ উপকৃত হবে। বর্তমান ১৮ লাখ করদাতা রয়েছেন। ডিসিরা কাজ করলে আরও বাড়বে। প্রতি জেলায় এক লাখ করে আয়করদাতা করা সম্ভব।'

আবদুল মুহিত বলেন, 'ডিসিরা বলেছেন আয়কর রিটার্ন দাখিল পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল। এ কারণে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন ব্যক্তি আয়কর দিতে পারছেন না। সে বিষয়ে আমি বলেছি সহজ পদ্ধতিতে আয়কর পরিশোধ করতে পারে সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।'

অর্থমন্ত্রী জানান, জেলা পর্যায়ে যেসব ট্রেজারি অফিস আছে সেখানে কর্মচারীদের জায়গা সংকুলান হয় না। এক্ষেত্রে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আলোচনা করে এসব ভবন নির্মাণ করা হবে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও সক্রিয় করার পরামর্শ : আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অধিকতর সক্রিয় করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে পরামর্শ দিয়েছেন ডিসিরা।

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বরাষ্ট্র এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আলোচনায় এ পরামর্শ দেন ডিসিরা।

ডিসিদের সঙ্গে আলোচনা শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ডিসিরা জেলা কারাগার সংস্কার, নৌ-ডাকাতি প্রতিরোধে কোস্টগার্ডের কার্যক্রম জোরদার, মাদকদ্রব্য অধিদফতরের জনবল ও কার্যক্রম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়া ডিসিরা পুলিশের প্রিজন ভ্যানের সংখ্যা বৃদ্ধি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও বেশি সক্রিয় হওয়া ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম জোরদারের পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো ও রিং রোড করার দাবি জানান কয়েকজন ডিসি। এ বিষয়ে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, সীমান্তে রিং রোড শীঘ্রই না হলেও সীমান্তের অরক্ষিত ৭০০ কিলোমিটারে বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) করা হবে।

কারাগার সংস্কারের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দেশের কারাগারগুলো এখনও নাজুক ও জরাজীর্ণ। আর নির্মাণ কাজেও ধীরগতি। আমরা এগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

পুলিশের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক জোরদার করতে ডিসিদের সহায়তা চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'জনগণের সঙ্গে পুলিশের তথ্য আদান-প্রদান ভালো হলে সিলেটের শিশু সামিউল আলম রাজন হত্যার মতো ঘটনা এড়ানো যেত।'

প্রথম দিনের সর্বশেষ পঞ্চম অধিবেশনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মতবিনিময় করেন ডিসিরা।